সংবাদ

12 FEB 2017

উচ্চশিক্ষিত বেকার, সমস্যা কোথায়?

জি কে সাদিক

'লেখাপড়া করে যে গাড়িঘোড়ায় চড়ে সে' কথাটা ছোট সময় মায়ের কাছ থেকে অনেক শুনেছি। কথাটা সত্যও ছিল, তবে এখন দেখছি 'লেখাপড়া করে যে পেরেশানিতে ভোগে সে'। গত ১০ জানুয়ারি দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকাতে বাংলোদেশের বেকারত্বে হার নিয়ে এক প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়। সে প্রতিবেদন এমনটাই বলে। উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা যেন বেকারত্বে কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই প্রতিবেদনে আশ্চর্য কিছু তথ্য উঠে আসে, যা আমাদের উচ্চশিক্ষিতদের জন্য অশনিসংকেত। সে প্রতিবেদনে ২০১৩ সালের শ্রমশক্তি জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ করে কিছু তথ্য দেওয়া হয়। তাতে স্নাতক ও স্নাতক পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষিতদের মধ্যে বেকরত্বে একটা চিত্র উঠে আসে। প্রতিবেদনে স্নাতক ও স্নাতক পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্বে হার ১৬ দশমিক ৪ শতাংশ বলে প্রকাশ করা হয়। ২০১০ সালেও এই হার ছিল ৯ দশমিক ৯ শতাংশ। কয়েক বছরে বেকারত্বে হার প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে এটা উচ্চশিক্ষিতদের জন্য বড় দুঃখজনক। যদি এসএসসি বা এইচএসসি পাস শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্বে হার বেশি থাকতো বা বৃদ্ধি পেত তাহলে বলা হতো যে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কম তাই চাকরি পাচ্ছে না। উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্ব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই কথা ধোপে টিকে না। এসএসসি বা এইচএসসি পাসদের মধ্যে বেকার উচ্চ শিক্ষিতদের চেয়ে আরো কম। এখন প্রশ্ন হলো কেন তাদের মধ্যে এই বেকারত্ব? তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা তো কম না। এর উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের বেশ কিছু বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে। আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট আন্তরিক তারা স্টাডি করাতে পড়াশোনা করার ক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে নেই। তবে বলতে বাধ্য আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো যথেষ্ট পিছিয়ে রয়েছে।

শিক্ষার সাথে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশের সম্পর্ক নীবিড়। শিক্ষা গ্রহন করতে হলে প্রয়োজন শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী পরিবেশ। পরিবেশ কথাটা ব্যাপক, এর সাথে শিক্ষাঙ্গনের সব কিছুই জড়িত যেমন: শিক্ষাঙ্গনের সাধারণ পরিবেশ, শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ, সাংস্কৃতিক পরিবেশ, প্রশাসনিক ব্যবস্থা ইত্যাদি। আরেকটা বিষয় হলো মানসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষা দেশ ও জাতির উন্নয়নের সোপান। তেমনি মানসম্পন্ন শিক্ষা ছাড়া সে উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এখন কথা হচ্ছে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কতটা উপযোগী? এবং কতটা অনুকূল আমাদের শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ? আমাদের দেশের শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় যে, 'সর্বাঙ্গে ব্যথা মলম দিবো কোথা।' অসুস্থ রাজনীতির ছোঁয়াই আমাদের রাজনীতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ এতটাই অসুস্থ, যে শিক্ষার উদ্দেশ্যকে ছাপিয়ে এখন সুস্থ শিক্ষার পরিবেশ ব্যহত করছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের প্রতিহিংসার রাজনীতি আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠদানের পরিবেশকে চরমভাবে বিঘ্নিত করছে। রাজনীতির নামে সহিংসতার কারণে প্রায়ই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ হচ্ছে অনির্দিষ্টকালের জন্য। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামান্য একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ দেয়। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা সবার জানা। গত বছরের শেষ দিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র নেতার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। গত কয়েক দিন যাবত ছাত্রদের ন্যায দাবি আদায়ের আন্দোলনের কারণে রুয়েটের শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ থাকে ছাত্রদের দাবি আদায় হলে এখন আবার শিক্ষকরা আন্দোলন করেছে। ছাত্র-শিক্ষকের এমন পাল্টাপাল্টি দাবির মুখে শিক্ষা কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়েছে। গত ২০১৪ সালে এক শিক্ষার্থীর মর্মান্তিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে ৪ মাস। উচ্চ বিদ্যাপীঠগুলোর অবস্থা এই রকম। বন্ধ থাকার ফলে সাধারণভাবেই শিক্ষা কার্যক্রম স্থগিত থাকে। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে সেশনজটের। থেমে যাচ্ছে শিক্ষার্থীদের গবেষণা ও শিক্ষার গতি। অন্য দিকে মানসম্পন্ন শিক্ষার অভাব তো আছেই। শ্রেণীকক্ষ সংকট, আবাসন সংকট, শিক্ষক সংকট, সেমিনার ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে প্রয়োজনীয় বইয়ের অভাব, গবেষণাগার ও কম্পিউটার ল্যাবের, সেশনজট, যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা না থাক ইত্যাদি কারণে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না ফলে চাকরির বাজারে সার্টিফিকেটের জোরে আর টিকতে পাছে না আমাদের উচ্চশিক্ষিতরা। উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব থাকলে মানসম্পন্ন শিক্ষা কী করে নিশ্চিত করা যায়? একটি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় বাদে দেশের সব কয়টা বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণ আবাসন ব্যবস্থা নেই। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন আবাসন ব্যবস্থা নেই। প্রায় সব কয়টা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিনার লাইব্রেরিগুলোতে প্রয়োজনীয় বই নেই। আধুনিক গবেষণাগার নেই বললেই চলে, নেই কম্পিউটার ল্যাব। শিক্ষক সংকট, আর শ্রেণীকক্ষ সংকট তো আছেই। কী করে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত হতে পারে? অপর দিকে শিক্ষা ব্যবস্থা রয়ে গেছে যুগের অনেক পিছনে। একজন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া শিক্ষার্থীর জন্য নেই আধুনিক ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা। একাডেমিক পড়ায় সময় বেশি দিলে চাকরির প্রস্তুতি হয় না আবার চাকরির প্রস্তুতি নিলে একাডেমিক পড়া হয় না। এ যেন উভয় সংকট। শিক্ষার্থী যাবে কোথায়? একাডেমিক রেজাল্ট ভালো করে চাকরি পাওয়া যায় না কারণ শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে মিল রেখে কর্ম সংস্থান নেই বা করা হয়নি। কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে আবার বাংলা, ইংরেজি আর সাধারণ জ্ঞান পড়ে চাকরি করতে হচ্ছে এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে। অথবা পদার্থ বিদ্যায় পাস করে ব্যাংকে চাকরি করতে হচ্ছে। ৫ বছর একাডেমিক পড়া শেষ করে আবার চাকরির পড়া পড়তে গিয়ে বয়স শেষ। বেকার তো হবেই।

'মড়ার উপর খড়ার ঘা' এত বাধা পিছনে ফেলে এসেছে চাকরির বাজারে এখানে আবার কোটার জাল পাতানো আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে ৫৬ শতাংশ, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর চাকরির ক্ষেত্রে ৭০ শতাংশ কোটার দখলে। অন্য দিকে বিসিএসে ৫৫ শতাংশ নিয়োগ দেয়া হয় কোটা থেকে। তাহলে ১ম ও ২য় শ্রেণীর সরকারি চাকরি থেকে ৫৬ শতাংশ, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর সরকারি চাকরি থেকে ৭০ শতাংশ এবং বিসিএস থেকে ৫৫ শতাংশ উচ্চশিক্ষিত মেধাবী অনায়েসে বেকার হচ্ছে কোটার কারণে। প্রতি বছর হাজার হাজার উচ্চশিক্ষিত বেকার হচ্ছে কোটার কারণে। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধার ছেলে-মেয়ে ও নাতি-নাতনি, নারী, পোষ্য, জেলা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী (উপজাতি), খেলোয়াড় ও প্রতিবন্ধীসহ ২৫৭ ধরনের কোটা রয়েছে। সরকারি চাকরি নয়, কোটার চাকরি হয়ে গেছে। কোটায় খেলো এখন আবার মামা-খালু, চাচা না থাকায় অনেক মেধাবী ভাইভা বোর্ড থেকেই বেকারত্বের সার্টিফিকেট ধারী হয়ে বের হচ্ছে। গরিব মেধাবী উচ্চশিক্ষিতরা টাকার অভাবে চাকরির বাজার থেকে সহজেই বিদায় নিচ্ছে। দুর্নীতির অবস্থা এমন হয়েছে যে এটা যেন নিয়ম হয়ে গেছে যে, টাকা ছাড়া বা লোক ছাড়া চাকরি হবে না। তাই যদি হয় তাহলে পড়ে আর লাভ কি? এসএসসি বা এইচএসসি পাস দিয়ে টাকায় মিলছে চাকরি। উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে মিলছে বেকারত্ব উপাধি।

কর্ম সংস্থান হ্রাস বেকারত্বের জন্য আরেক মহাবিপদ। যোগ্যতা অনুযায়ী কর্ম সংস্থানের রয়েছে পর্যাপ্ত অভাব। শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে, কোটার কারণে সরকারি চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবার কর্ম সংস্থানের অভাবে সার্টিফিকেট হাতে নিয়ে 'ঘরের পানে চলোরে। 'অভাগা যে দিকে যায় সাগর শুকিয়ে যায়' অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত ২৪ জানুয়ারি দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার ৩ পৃষ্ঠায় 'জোটভুক্ত ক্রেতা সংগঠন 'অ্যাকর্ড'-এর শর্তারোপ টঙ্গীতে একরে পর এক বন্ধ পোশাক কারখানা' শিরোনামে একাটা খবর প্রকাশ হয়। ইতোমধ্যে জোটভুক্ত ক্রেতা সংগঠন অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি ইন বাংলাদেশের বেঁধে দেয়া শর্ত পূরণ না করতে পেরে টঙ্গীতে ৩০টি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। চাকরি হারিয়ে লাখো শ্রমিক দিশে হারা। এমন ভাবে কর্ম সংস্থান বন্ধ হওয়া মানে 'মহা বেকারত্বের পদধ্বনি' ঠিক এই শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় গত ২২ জানুয়ারি আরেকটি পত্রিকার ১ম পৃষ্ঠায়। বিদ্যুৎ খরচ বৃদ্ধি ১৫ শতাংশ, গ্যাস খরচ ১০ শতাংশ বৃদ্ধি, পরিবহন খরচ বেড়েছে ৩০ শতাংশ এবং গত দুই বছরে শ্রমিক খরচ ৩২ শতাংশ বেড়েছে। সব মিলিয়ে ১৭ দশমিক ১১ শতাংশ উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়াই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা দায় হয়ে পড়েছে বিনিয়োগকারীদের। তাই বিনিয়োগ গুছিয়ে নিচ্ছে তারা। প্রতিকূল পরিবেশের কারণে কমে যাচ্ছে কর্ম সংস্থান। অথচ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে না বললেই চলে। হলেও সংখ্যা এবং হার নিতান্তই কম। নতুন কর্ম সংস্থান সৃষ্টিতে চরম অবহেলা সরকারি-বেসরকারি দুইভাবেই রয়েছে। সরকার নতুন কর্ম সংস্থান সৃষ্টিতে আন্তরিক হলেও প্রয়োগে যথেষ্ট আন্তরিকতার অভাব। ফলে উচ্চশিক্ষিত বেকারত্ব কমাতে পারছে না বরং বেড়েই চলছে।

এখন কথা হলো বেকার সমস্যা দূর করতে হলে বেকার যে কারণে হচ্ছে সে কারণ দূর করতে হবে। সমস্যা যেখান থেকে উৎপত্তি সমাধান সে স্থান থেকেই শুরু করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে করতে হবে যুগোপযোগী, মানসম্পন্ন এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষার উপকরণ নিশ্চিত করতে হবে। সাবধান থাকতে হবে অসুস্থ রাজনীতির ছোঁয়া যেন আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে না লাগে। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্য মূলক কোটার সমাধান করতে হবে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। কর্ম সংস্থান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারকে আন্তরিক হতে হবে। বেসরকারি খাতে কর্ম সংস্থান তৈরির ক্ষেত্রে সরকার পক্ষ থেকে উৎসাহ ও সহযোগিতার কোন বিকল্প নেই। মনে রাখতে হবে বেকারত্বে গতি রোধ করা না গেলে দেশের উন্নয়ন থেমে যেতে বাধ্য হবে। বাড়বে সমাজে, পরিবাবে কলহ। বেকারত্ব কোন ব্যক্তিগত সমস্যা নয় এটা জাতীয় সমস্যা। জাতীয়ভাবেই এর উত্তরণ ঘটাতে হবে।

[লেখক : কলামিস্ট]
sadikiu099@gmail.com